খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 28 ❑ 26 Sept., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পাসপোর্টে ভারতে এসে একাধিক সোনার দোকানে চুরি, পুলিশের জালে ২ বাংলাদেশী মহিলা চোর, উদ্ধার গহনা

প্রতিনিধি ঃ ভিন দেশের মহিলা চোরদের দৌরাত্বে ঘুম উড়েছিল সোনার দোকানের মালিকদের। পাসপোর্ট এর মাধ্যমে ভারতে এসে ক্রেতা সেজে চুরি করে ফের বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছিল মহিলা চোরেরা। গোপালনগর হাবরা বারাসাত সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সোনার দোকান গিয়ে গয়না চুরি করছিল তারা। ক্রেতা সেজে গিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তারা হাত সাফাই করত। শেষ রক্ষা হল না, গোপালনগর বাজারে একটি সোনার দোকানে ঢুকে গহনা চুরি করতেই হাতেনাতে ধরে ফেলল মালিক। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলো

দুই ভিনদেশী মহিলা চোর। রবিবার বিকালে ঘটনাটা ঘটেছে গোপালনগর থানার বনগাঁ চাকদা সড়কের কালিবাড়ি বাজারের একটি সোনার দোকানে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বিলকিস মন্ডল ও জোহরা বেগম। বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এলাকায়। তারা পাসপোর্ট এর মাধ্যমে ভারতে এসে চুরির ঘটনা ঘটিয়ে ফের বাংলাদেশে ফিরে যেত। পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত তারা। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট, সোনার বালা দুটি আংটি, দুটি রূপোর গহনা ও বাংলাদেশী ভারতীয় টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে তাদের দলের আর সদস্যদের সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। কিভাবে চুরি করতো তারা?

পুলিশ জানিয়েছে, এদের একটি বড় গ্রুপ রয়েছে। বয়স্ক এবং বাচ্চা নিয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ বুঝে তাদের দলের সদস্যরা কখনো ফাঁকা দোকানে কিংবা ভিড় দোকানে বাচ্চাদের নিয়ে কিংবা বয়স্ক মহিলাদের নিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে দামি হার চুরি কানের দুল আংটি দেখতে চাইত। দোকানদারকে বলতো বিল করুন। সেই ব্যস্ততার মধ্যে হাতের কৌশলে সোনার গহনা তারা সরিয়ে ফেলতো। সেগুলি সঙ্গে থাকা বাচ্চাদের কোমরে অথবা নিজেদের কোমরে গুঁজে ফেলতো। তারপরেই বেপাত্তা হয়ে যেত।

সম্প্রতি বারাসাত হাবরা সহ একাধিক এলাকায় সোনার দোকানে এই অভিনব পদ্ধতিতে চুরির ঘটনা ঘটছিল। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সোনার দোকানিরা। একাধিক থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল। সিসি টিভি ফুটেজ থেকে মহিলার ছবি উদ্ধার করে পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করছিল। রবিবার সন্ধ্যায় গোপালনগর থানা এলাকায় দুজন ধরা পড়তেই রহস্য উন্মোচন করল গোপালনগর থানার পুলিশ। গোপালনগর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অজয় বান বলেন, এদের একাধিক গ্রুপ রয়েছে। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য গহনা কিনতে এসেছে বলে। তৃতীয় পাতায়...

ভূত ছাড়ানোর নামে বালককে মারধর, আটক ওঝার

প্রতিনিধি ঃ ভূত ছাড়ানোর নামে এক বালককে গাছের ডাল দিয়ে বেধাড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠল ওঝার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর মামুদপুর এলাকায়। যুক্তিবাদী মঞ্চের কাছ থেকে খবর পেয়ে অবশ্য পুলিশ গিয়ে রাতেই ওই বালককে উদ্ধার করেছে।

যুক্তিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে গোপালনগর থানায় ওই ওঝার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছে। পুলিশ ও যুক্তিবাদী মঞ্চের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, ১৫ বছর ছেলে উৎপল সরদার সম্প্রতি মাছ ধরতে গিয়ে পড়ে যায়। তৃতীয় পাতায়...

গতির বলি

প্রতিনিধি ঃ ফের বেপরোয়া বাইক সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ছিটকে পড়লো তিন বাইকারোহী। এই ঘটনায় মৃত এক যুবক; গুরুতর জখম হল আরও তিনজন। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগর থানার পলতা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুরজিৎ বিশ্বাস। তৃতীয় পাতায়...

ত্রাণ পড়ুয়ারের

প্রতিনিধি ঃ জল জমে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে এলাকার ৩০ থেকে ৩৫টি পরিবারের। পরিবারগুলি স্থানীয় স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। এবার সেই স্কুলেরই পড়ুয়ারাই টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ত্রাণ শিবিরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। তৃতীয় পাতায়...

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস

প্রতিনিধি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম প্রশান্ত রায় (২৭)। বাড়ি গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর শিমুলপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবতীকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত যুবতীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে। অভিযোগ, যুবতী বিয়ের কথা বললেই অস্বীকার করে অভিযুক্ত। এরপরই প্রেমিকের বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ জানায় ওই যুবতী। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে ধৃতকে বুধবার বনগাঁ আদালতে তুলে দেয় গাইঘাটা থানার পুলিশ।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৮ ❐ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

কবে হবে বুভুক্ষার অবসান

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবে ফেরার ফেরার ডাক। তা নিয়ে বিরোধীদলের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারের দেওয়া পুজোর অনুদান প্রত্যাখ্যান। বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে আকাশে কালো বেলুন, কালো ঘুড়ি উড়িয়ে প্রতিবাদ। বিভিন্ন বনেদি বাড়ির পুজোতে আবার আড়ম্বর বাদ দিয়ে শুধুই দেবীর আবাহনটুকুই রেখেছে। সবই তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদ। ''বিচার চায় তিলোত্তমা।'' নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিলোত্তমার বিচারের সাথে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের অনড় অবস্থান। তার মধ্যে চলছে নবান্ন-কালীঘাট নিষ্ফল বৈঠক। তার উপর ভারী বৃষ্টিতে চাষীদের মাথায় হাত। কষ্টের ফসল সবই জলের নীচেয়। ফল স্বরূপ মধ্যবিত্তের হাহাকার! বানভাসী এলাকায় ঘরহারাদের আর্তনাদ। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে রান্না করে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার জায়গা নেই। সব মিলিয়ে এ যেন ভীষণ এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিন গুজরান। কবে আসবে স্বস্তি! কবে পাবে তিলোত্তমা ন্যায় বিচার! কবে কাটবে সামাজিক অস্থিরতা! প্রতীক্ষায় বুভুক্ষিত মানুষের দল।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার মতামতে কি হবে? কেউ কোনদিন এসেছে মতামত জানতে?' 'আসবে, আমি বললাম, 'আসতে হবে। তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্ত বৃথা যাবে না। এতো বড় বিপ্লব বৃথা যেতে পারে না।' তিনি হাসলেন। অত্যন্ত শাণিত হাসি। বললেন, 'বিপ্লব কিছুই হয়নি। তিরিশ লক্ষ মানুষ বুক পেতে রক্ত দেয়নি। ওদের হত্যা করা হয়েছে মাত্র। আর কিছুই নয়।' তাঁর মুখে যন্ত্রণার ছায়া।''সত্যিই কি বিপ্লব হয়েছিল? তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল,সংশয় ছিল। আজও যে বিপ্লব হল সে কি সত্যিই বিপ্লব হল নাকি তাঁর কথা মত কিছু মানুষকে হত্যা করা হল মাত্র! এই প্রশ্ন, এই সংশয় অনেকের মনেই জাগরূক থাকবে।

ফিরোজা ছিলেন সঙ্গীতে নিবেদিতপ্রাণা এবং উচ্চাভিলাষী। অন্যদিকে কমল ছিলেন অন্তর্মুখী, বিষাদগ্রস্ত। দুজনের বিপরীতমুখী সত্ত্বার জন্যই হয়তো তাদের দাম্পত্যে নিরুচ্চারে অভিমানের ছায়া গাঢ় হয়েছিল। চতুর্দিকের অবজ্ঞায়, হতাশায় কমল দাশগুপ্ত ক্রমে নেশার দিকে ঝুঁকে পড়েন। কমলের নেশাসক্ত জীবন তাঁর মৃত্যুকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, কমলের ওই নেশাসক্ত জীবন তাদের দাম্পত্য জীবনে ভাঙন ধরাতে পারেনি। শেষ দিন পর্যন্ত কেউ কাউকে ছেড়ে যাননি, প্রথিতযশা সুন্দরী গায়িকা ফিরোজা ও কমলের সম্পর্ক টিকে থাকা শুধু জৈবিক প্রয়োজনে নয়, তাদের অমর প্রেমের কথাও আমাদের মনে করিয়ে দেয়। কমল জীবনের শেষ পর্বে এসে নিঃস্ব,রিক্ত অবস্থায় চিরবিদায় নিলেও পরবর্তী কালে ফিরোজা কিন্তু খ্যাতির তুঙ্গে আরোহন করেন। বলতে গেলে তিনি নজরুল সঙ্গীতের রাণী হয়ে ওঠেন।এই প্রসঙ্গে মোহিনী চৌধুরীর কথায় জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে কমল দাশগুপ্তের সুর দেওয়া বিখ্যাত গান,''ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে,তোমারে করেছে রাণী'', যেন তাঁর জীবনে চিরসত্য হয়ে উঠেছিল। কমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয় ১৯৭৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর ২০১৪ সালে ফিরোজা বেগম পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন।

কমল ফিরোজার দুই সন্তান হামিন আহমেদ ও শাফিন আহমেদ সংগীত জগতে বিশেষ পরিচিত লাভ করেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যান্ড 'মাইলসে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা। শাফিন আহমেদের কণ্ঠে 'ফিরিয়ে দাও' গানটি বাংলাদেশ এবং আমাদের দেশেও সমানভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। জুলাই মাসটি এই পরিবারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমল দাশগুপ্তের জন্ম এবং মৃত্যু জুলাই মাসেই হয়। ফিরোজা বেগমের জন্ম হয় জুলাই মাসে।

চলবে...

বনসাই যখন শিল্প

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

চীন দেশে হান রাজত্বকালে ২০৬ খ্রীঃপূঃ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ চীন শিল্পীরা কৃত্রিম শিলাস্তর উদ্যান বা রকগার্ডেনের জন্য ক্ষুদ্র গাছ তৈরি শুরু করেছিলেন। চীন দেশে ক্ষুদ্র গাছ তৈরি করবার দুটি পদ্ধতি ছিল। প্রথমটি হল পেনজাই (penjai) এবং অন্যটি হল পেনজিংগ (penjing)। প্রথমটি অর্থাৎ পেনজাই কোন ল্যান্ডস্কেপ ব্যতীত কোন পাত্রে গাছ তৈরি করা। আর পেনজিংগ হল ল্যান্ডস্কেপ সম্পন্ন কোন পাত্রে গাছ তৈরি করা। চীনা শব্দ থেকেই পেনজাই এবং জাপানি শব্দ থেকে বনসাই শব্দটি এসেছে। পেনজাই কথাটি বিশেষ চালু নেই। জাপানিদের দেওয়া নাম বনসাই নামের জনপ্রিয়তা বেশি। ২৬৫ থেকে ৪২০ খ্রিস্টাব্দ জিন রাজত্বের সময়ে এবং টঙ্গযুগের ৬১৮ থেকে ৯০৫ খ্রিস্টাব্দ সময়ে পাইন, তাল, বাঁশ ইত্যাদি গাছের ছোট ছোট পাত্রে উৎপন্ন হওয়ার চিত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আবার কিংগ রাজত্বের সময়ে অর্থাৎ ১৬৪৪ থেকে ১৯১১ খ্রীঃ চীন দেশে পেনজাই বা বনসাই এবং পেনজিংগ এর ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বনসাই শিল্প কলা চীন দেশ থেকে জাপানে যায়। শোনা যায় মানচুদের রাজত্বকালে সম্ভবত ১৬৪৪ খ্রি:চু-সুন-সুই (chu-shun-siu) নামের এক চীনা জাপানে এই প্রযুক্তি নিয়ে যান। তাঁর এই বিষয়ের নৈপুন্যতা ও পান্ডিত্যই জাপানে বনসাইয়ের প্রসারে সহায়তা করেছিল। ১৮৫৯ খ্রি: মেইজী যুগে জাপানে সরকারিভাবে প্রথম বনসাই আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে এই বনসাই শিল্প জাপানে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে জাপানিরাই প্রথম পৃথিবীতে বনসাই উপহার দেয়। এই শিল্পের মৌলিক ভাবনা এককভাবে চীনের হলেও- চীন সেভাবে তাদের পেনজাই শিল্পকে ধরে রাখতে পারেনি। ১৯০৯ সালে লন্ডনে জাপানিরা বনসাই প্রদর্শন করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। এ শিল্প কী করে তৈরি করা সম্ভব! আসলে এত সুন্দর ভাবে ডিসপ্লে হয়েছিল- যা তাক লাগার মতই। ১৯৩৪ সালে ইউনো পার্ক আর্ট গ্যালারি (ueno park art Gallary)- তে বনসাই প্রদর্শন করেন জাপানিরা। এই প্রদর্শনীতে অন্য সব শিল্পকলার সঙ্গে সম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মর্যাদা প্রদান করা হয়। সেই সময় থেকেই প্রতিবছর বসন্ত ও শরৎ কালের এই পার্কে বনসাই প্রদর্শনী হয়ে আসছে।

বিংশ শতাব্দীতে বনসাই শিল্পের প্রসার হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৮৭১ থেকে ১৯৫১ খ্রীঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বহু লেখায় বনসাই শিল্পের বর্ণনা পাওয়া গেছে। নিউ দিল্লির স্বর্গীয় মি: ভি.পি অগ্নিহোত্রী ভারতে প্রথম বনসাই প্রস্তুত প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই বনসাই তৈরি করা হয়। ভারতের প্রতি বছর বনসাই সপ্তাহ পালন করা হয়। বনসাই শিল্প কলার প্রতি যুগযুগান্ত ধরে কেন এত আকর্ষণ? আসলে মানুষ চিরদিনই সুন্দর এর পূজারী। বনসাইয়ের মধ্যে নারী সুলভ কমনীয়তা, আভিজাত্যপূর্ণ সৌষ্ঠব বা শান্তিপূর্ণভাবে গাছের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা অবয়ব। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ সৃষ্টি।

সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক বাজার রয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে। ভালোলাগার বিষয়কে পেশা করলে শিল্পের চেহারাটা পাল্টে যায়। শিল্পীর দেহ মনে আসে উদ্দীপনার চূড়ান্ত প্রকাশ। যা শিল্পকে গড়ে তোলে অনন্যা। চিনামাটির পট কিম্বা মাটির চ্যাপ্টা ও নানা ডিজাইনের টবের চাহিদা তৈরি হয় বনসাই শিল্পের জন্য। ফলে যারা এই পাত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোটা বনসাই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভালো জৈব সার, খোল, হাড়ের গুঁড়ো, মাছের গুঁড়ো, রক্তগুঁড়ো, কম্পপোস্ট প্রভৃতি সারকে বনসাই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

প্রদীপ বলল, " আমার মাও দেখতে সুন্দরী। সিনেমায় অভিনয় করে। কিন্তু কি করব, মাকে মোটেও কাছে পাই না। অভিনয় করতে ব্যস্ত। বাইরে বাইরেই থাকেন বেশি সময়। আমার বাবাও ব্যস্ত মানুষ। বড় ব্যবসাদার। বাড়ির কোনও কিছু দেখার সময় পায়না। আমার কাজ আমাকেই সামলাতে হয়।

কাকা কাকিমাও খুব ব্যস্ত মানুষ। আমার কাকা সিনেমার পরিচালক। তোদের সবাইকে একদিন কাকার সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব।"

প্রদীপের কথা শুনে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। যার বাড়ি কলকাতাতেই, সে বাড়িতে না থেকে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, শুধু দুষ্টুমি করলেই হোস্টেলে থাকতে হয় না। মানুষের আরও অনেক সমস্যা থাকে, তা থেকে রেহাই পেতেই বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের হোস্টেলে রাখতে হয়।

সত্যিই একদিন হোস্টেলের সবাইকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বইটা রিলিজ হয়েছে। নাম বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। পরিচালক ছিলেন মধু বোস। একদিন উনি আমাদের হোস্টেলে এসে মহারাজকে সবাইকে নিয়ে সিনেমাটা দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মহারাজ প্রদীপের কাকাকে হোস্টেলের ঘরে এনে আমাদের সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রদীপ ওর কাকার সঙ্গে আমাকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "এ হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।"

প্রদীপের কাকা আমাকে বলেছিল, "তুমি কিন্তু ওর সাথে সিনেমা দেখতে যাবে। আর একদিন তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। যাবে তো?"

আমি কিছু বলতে পারিনি। আমার জানাই ছিল না, সুপারেনটেনডেন্ট হোস্টেল থেকে যেতে দেবে কিনা! শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়েছিলাম। আর সত্যি সত্যিই একদিন আমরা সবাই মিলে বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। এমনকি মহারাজ ও মাও গিয়েছিল।

কথায় কথায় অনেকটাই এগিয়ে গেলাম। সেই কথাটাই তো বলা হয়নি! অচল অটল পাহাড়টাকে কিভাবে কাত করাতে পেরেছিলাম। যে সোমবারে মায়ের আসার কথা ছিল সেদিন বাবার সঙ্গে মা এসেছিল। সকাল সাড়ে আটটার সময় এসে পৌঁছেছে। দেখি এ জানলা ও জানলা দিয়ে সকলে উঁকি মারছে। সেটা আমাদের পড়াশুনোর সময়। সুপারেনটেনডেন্ট সাহেব তখন আমাদের ঘরেই ছিলেন। আমার মুখ চোখ দেখে মনে হল উনি সন্তুষ্ট নন। এখনও আধঘন্টা পড়াশুনা করা বাকি। হয়তো সেই কারণে। মা বাবা হাতজোড় করে স্যারকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, "স্যার, কিছু মনে করবেন না। আমরা একটু আগে আগে এসে পড়েছি। দিলীপের মা আবার বাড়ি ফিরবে, এই কারণে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" এই কথা বলে যখন সুপারেনটেনডেন্ট সাহেব চলে যাবেন সে সময় মা স্যার কে বলল, "স্যার, শম্ভু একটা জিনিস আপনাকে দিয়ে আসবে। আপনি সেটা খেয়ে নেবেন। একদম 'না' বলতে পারবেন না কিন্তু!"

"আবার আমি কেন, আমি কেন " এ কথা বলে স্যার আর দাঁড়ালেন না। বড়দের হোস্টেল রুমের দিকে চলে গেলেন। এবার আমি প্রদীপকে ডেকে মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম।" এই হচ্ছে এখানকার আমার সবথেকে ভালো বন্ধু। ও তোমাকে দেখতে চেয়েছে। জানো, ওর মনে না খুব দুঃখ। ওদের বাড়ির সবাই ব্যস্ত মানুষ। কলকাতায় বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও ওকে হোস্টেলে থেকে পড়তে হয়। দেখাশোনা করার জন্য কেউ বাড়িতে থাকে না। সকলেই বড় মানুষ। যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে। ওর মা অভিনেত্রী।"

এসব কথা শুনে আমার মায়ের চোখ চিকচিক করছে। প্রদীপকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন। বললেন," মা বাবা সকলেই কাজে ব্যস্ত আছেন

চলবে...

কবি সম্মেলনে আর.জি.কর কান্ডের প্রতিবাদ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশিষ্ট কবি ও গায়ক প্রবীর হালদারের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৫৭ তম মাসিক সাহিত্য সভা। শুরুতেই সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত সাহিত্য সভার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে বছর ভর সেবা ফার্মার্স সমিতির নানান সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

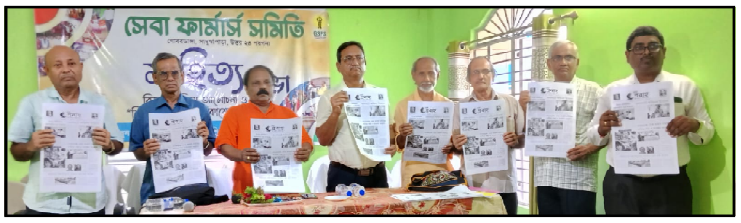

প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণের রচনা, কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক পড়ুয়া চিকিৎসক তিলোত্তমার পাশবিক, নারকীয় নির্মম নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক হত্যার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

এদিন সেবা সমিতির পক্ষ থেকে কবি ও অধ্যাপক অরুন অধিকারী এবং বিশিষ্ট কবি ও লেখক সমীরবরণ দত্তকে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া এদিন বিশিষ্ট কবি সঞ্চালক পাঁচুগোপাল হাজরা সম্পাদিত 'সেবা প্রবাহ' পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সেবার সেবকগণ পত্রিকাটি উপস্থিত সকল কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরার সুচারু পরিচালনায় সেবা সমিতি আয়োজিত এদিনের কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্র নাট্যের কর্মশালা

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী এক স্কুল ভিত্তিক নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটা ব্লকের ঘোঁজা হাই স্কুলে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করে। তিন দিনের আয়োজিত এই কর্মশালায় পড়ুয়া শিক্ষার্থীগণ চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চারটি নাটক প্রস্তুত করে। প্রতিটি নাটকেই সামাজিক সচেতনামূলক এবং নারী সুরক্ষার বিষয়টি উঠে আসে। নাটকের মধ্যেই পড়ুয়াদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, উই ওয়াস্ট জাস্টিস কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন দিনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, নাট্যকর্মী অর্পিতা পাল, আদি দাস, অঞ্জলি মৃধা, দেবযানী মিস্ত্রি ও অভীপ্সা ঘোড়াই। কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং সমবেত ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্মশালায় প্রস্তুত বাস্তব ভিত্তিক নাটকটির কাহিনী ও অভিনয়ের প্রশংসা করেন।

বালককে মারধর, আটক ওঝা

প্রথমপাতার পর...

মাথায় আঘাত লেগে তার নার্ভের সমস্যা হয়। মাঝেমধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করছিল, ভুল বকছিল। মঙ্গলবার পরিবারের লোকেরা তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতা রেফার করে। এরপর পরিবারের লোকজন কলকাতা হাসপাতালে না নিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে অভিযুক্ত ওঝার কাছে নিয়ে যায়। অভিযোগ, তারপরেই ওই ওঝা বালককে ভূতে ধরেছে এই কথা বলে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায়। এই খবর পেয়ে যুক্তিবাদী মঞ্চের লোকজন নহাটা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। যদিও ওঝা জানান, ছেলেটা দোষ পেয়েছিল, ওকে ভুতে ধরেছিল। তাই ওকে ঝাড়িয়ে ঠিক করছিলাম। আগেও অনেক মানুষকে ভূতে ধরেছিল। আমি এভাবেই তাদের ঝাড়িয়ে ভূত তাড়িয়ে দিয়েছি।

ওই বালকের পরিবারে লোকজনকে এদিন বাড়ি পাওয়া যায়নি। ছেলেকে নিয়ে কোথাও গিয়েছে। যুক্তিবাদী মঞ্চের সম্পাদক প্রদীপ সরকার বলেন, 'গতকাল রাত ৯টা নাগাদ খবর আসে মামুদপুর গ্রামে এক ওঝা ভূত ছাড়ানোর নাম করে ১৫ বছরের একটি বালকের উপর নির্মম অত্যাচার করছে, গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেটির স্নায়ু রোগের সমস্যা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। বনগাঁ হাসপাতাল থেকে ট্রান্সফার করলে বাড়িতে এনে স্থানীয় ডাক্তার দেখায়। তিনিও কলকাতা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। তা না করে বাড়ির লোকজন ওই ওঝার কাছে নিয়ে যায়। বাচ্চাটির উপর অমানবিক অত্যাচার চলছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেছে। বাচ্চার জীবনটা বাঁচিয়েছে পুলিশ। আমরা আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছি।

বিরজু মহারাজেদের স্মরণে

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল 'পরম্পরা প্রবাহ' উৎসব। জীবিত অবস্থায় মহারাজজী ও তাঁর সুযোগ্যা শিষ্য বিদুষী শাস্বতী সেন অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন কলাশ্রম নামের এই নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রটি। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে অংশ গ্রহন করে হাবড়ার বাণীপুর সুন্দরম্ এর নৃত্যশিল্পীগণ।

বাণীপুর সুন্দরম্ ড্যান্স ইনস্টিটিউশানের প্রাণপুরষ বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক সুজিত কর্মকার জানান, এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে পেরে আমরা গর্বিত। বিভিন্ন নৃত্য গোষ্ঠীর গুরু শিষ্য শিক্ষা দান নিয়েই এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যের উপস্থাপনা সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। সুন্দরম্ এর শিল্পীদের নৃত্যশৈলী সকলের প্রশংসা লাভ করে। স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী কৃষ্ণমোহন মিশ্র ও রামমোহন মিশ্রের যুগলবন্দী এদিনের অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে। বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে পণ্ডিত বিরজু মহারাজ স্মরণে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

ত্রাণ পড়ুয়ারের

প্রথমপাতার পর...

গাইঘাটার পাঁচপোতা ভাড়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে স্কুলে আশ্রিত পরিবার গুলির বাচ্চাদের হাতে খাবার তুলে দিল। খাবারের মধ্যে রয়েছে বিস্কুট, ছাতু, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি।

ছাত্রদের কথায়, মোট ২৫ জন শিশু স্কুলের ত্রাণ শিবিরে পরিবারের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। আজকে তাদের শুকনো খাবার দিলাম। ভবিষ্যতে আরো কিছু দেবার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। তাদের বক্তব্য, স্কুলে পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা আসছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে এমন উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসা করার মতো।

গতির বলি

প্রথমপাতার পর...

সে বনগাঁ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওইদিন রাতে চায়ের দোকানে চা খেয়ে বাইকটি বেপরোয়া গতিতে বনগাঁর দিকে ফিরছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে উল্টোদিক দিক থেকে আসা এক সাইকেল আরোহীকে। ধাক্কা লেগে রাস্তার ওপরেই ছিটকে পড়ে বাইকে থাকা তিন যুবক যুবতী ও সাইকেল আরোহী। মাথায় আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক সুরজিতের। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা জখম চারজনকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাতেই বাকি তিনজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

চাষের মাঠ জলে পরিপূর্ণ, পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গাইঘাটার একাধিক এলাকা। বৃষ্টি বন্ধ হলেও এখনো অবস্থার উন্নতি হয়নি গাইঘাটার রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শসাডাঙ্গা এলাকায়। জলবন্দি কয়েক হাজার পরিবার। চাষের জমি, রাস্তা এখনো জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই এলাকায় পরিদর্শনে গেলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানালেন গ্রামের বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, চাষের মাঠ জলে ডুবেছে। বাড়ি ঘরের মধ্যে জল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনরকম সহযোগিতা বা পদক্ষেপ করা হয়নি। এদিন শান্তনু ঠাকুর জলবন্দি এলাকা ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি শান্তনু যান তেঁতুলবেড়িয়া, বেড়ি গোপালপুর, খেজুরভিটে সহ একাধিক জলমগ্ন এলাকায়। শান্তনু ঠাকুর বলেন, '৭ দিন হয়েছে, পাঁচ থেকে ৬০০ পরিবার জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এলাকায় কোন সহযোগিতা আসেনি । ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ। আমরা আজকে পরিদর্শনে এলাম। আমরা আমাদের সাধ্য মত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। পঞ্চায়েতের উচিত এঁদের সহযোগিতা করা।

গাইঘাটা ব্লক সূত্রে জানা গিয়েছে, গাইঘাটা ব্লকের রামনগর, সুটিয়া, ডুমা সহ কয়েকটি পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। প্রায় ৪ হাজার মানুষ জলমগ্ন। প্রতিটি এলাকাতেই ত্রাণ শিবির করা হয়েছে। শুধুমাত্র রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১৫ কুইন্টাল চাল দেওয়া হয়েছে। ২৫০টির উপর ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায়। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি বলেন, 'আমাদের কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সদস্যরা সকলে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। ত্রাণশিবির করা হয়েছে। সেখানে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। শান্তনু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলেন, ওনাকে তো দেখা যায় না। উনি কিছু জানেন না। হঠাৎ করে উনি নৌকায় ঘুরে এলাকায় গিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলে দিলেন। দুর্গত মানুষদের নিয়ে সস্তা রাজনীতি করছে।

পাসপোর্টে ভারতে এসে চুরি

গত সপ্তাহের পর

কেউ জিনিসপত্র দেখার পরে মেয়ে আসছে বলে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে চলে যায় সোনার গহনা। এদের বড় একটা চক্র রয়েছে। কয়েক মাস আগে আমার দোকান থেকেও এভাবে বেশ কয়েকটি সোনার জিনিস চুরি গিয়েছিল। এবার নিশ্চয়ই পুলিশ এদের চক্রের সকলকেই ধরতে পারবে। সোমবার সকালে ধৃত দুই মহিলাকে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পরিত্যক্ত বাথরুমে মাস তিনেক বন্দি বৃদ্ধা, অত্যাচারের অভিযোগ, উদ্ধার পুলিশের। গ্রেফতার বাড়ির মালিক। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়েছে বৃদ্ধা। সেই বৃদ্ধা বোনকে মাস তিনেক পরিত্যক্ত বাথরুমে আটকে রেখে অত্যাচারের অভিযোগে বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করলো বনগাঁ থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার চড়কতলা এলাকায়। শনিবার রাতে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে অসুস্থ বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। এই ঘটনায় বনগাঁ থানার চড়ক তলার শাখারী পাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত মালিকের নাম চিত্ত দে। তোকে বনগাঁ মহকুম আদালতে পাঠালে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছে, অভিযুক্ত চিত্ত দে বস্ত্র ব্যবসায়ী। স্ত্রী ইলা দের জ্যাঠার মেয়ে বৃদ্ধা শংকরী দে (৬৩)। বছর ৪০ ধরে বোনের বাড়িতেই থাকতো। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে চিত্ত দে ও তার স্ত্রী ওই বৃদ্ধাকে অত্যাচার করত। এমনকি খেতেও দিত না ঠিক করে। কিছুদিন আগে স্টেশনেও ছেড়ে দিয়ে এসেছিল বলে অভিযোগ। এদিন বাড়ির বাইরে থেকে বন্ধ বাথরুমে গোঙানির আওয়াজ পেয়ে বনগাঁ থানাতে খবর দেয় প্রতিবেশীরা। পুলিশ এসে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয়রা জানায়, প্রায় মাস তিনেক ধরে ওই বৃদ্ধাকে পরিত্যক্ত বাথরুমে আটকে রেখেছিল পরিবার। তবে পরিবারের লোকেরা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বৃদ্ধা নিজেই ওই ঘরে গেছিল, ওনাকে কেউ নিয়ে যায়নি। এই অমানবিক ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বনগাঁ জুড়ে।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Ayan Ghosh, পিতা- Monojit Ghosh, সাকিন- চাঁদপাড়া, পোঃ- চাঁদপাড়া বাজার, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, এর বাসিন্দা। আমার ভোটার আই কার্ড (NRC2228476), প্যান কার্ড (EFUPG7653J), আধার কার্ড (715498834744) এবং আমার বাবার আধার কার্ড (606966014064)-এ তার নামের বানান লেখা আছে Monojit Ghosh। আমার 2020 সালের WBBSE মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে আমার বাবার নাম লেখা আছে Manojit Ghosh। গত ইংরাজী ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে Ld. A.C.J.M আদালতের 6541 নম্বর হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করিয়াছি আমার পিতার নাম Monojit Ghosh এবং Manojit Ghosh এক ও অভিন্ন হিসাবে পরিচিত।

ফিট ইন্ডিয়া যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রথম অঙ্কিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ফিট ইন্ডিয়া যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন শিপ- ২০২৪ আয়োজিত ১০-১৪ বৎসর বয়স গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে এক অনন্য নজির গড়ল চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা স্কুল ছাত্রী অঙ্কিতা বালা। গত ৮ সেপ্টেম্বর হাবড়াতে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ এফেয়া স্বীকৃত সারা বাংলা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (ABYSA) আয়োজিত জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অঙ্গীতা এই সাফল্য লাভ করে। উদ্যেক্তারা অঙ্কিতার হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। জেলা স্তরে এই সাফল্যের সুবাদে অঙ্কিতা এমাসেই বীরভূমের শান্তিনিকেতনে পরবর্তী রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করতে যাবে বলে অঙ্কিতার বাবা অমিয় বালা এক সাক্ষ্যাৎকারে জানালেন। চাঁদপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা স্কুল স্পোর্টসে ও রাজ্য স্তরের প্রতেযোগিতায় অংশ গ্রহনের যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে শ্রী বালা আরোও জানান। স্কুলের শিক্ষার্থীগণ সহ এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ছোট্ট অঙ্কিতার ভবিষ্যৎ জীবনের আরোও সাফল্য কামনা করেন।

শাশুড়িকে ছুরি মেরে খুন করল জামাই, গুরুতর আহত স্ত্রী ও শ্যালক

প্রতিনিধি ঃ সাংসারিক অশান্তির জেরে শাশুড়িকে ছুরি মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল জামাই এর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাইঘাটা থানার ইছাপুর ২ পঞ্চায়েতের গুটরি ইংলিশ পাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সরস্বতী বিশ্বাস (৪৫)। ঘটনায় জখম স্ত্রী ও শ্যালক বর্তমানে বারাসাত মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছর খানেক আগে ঠাকুরনগরের বাসিন্দা রাজদীপ সরকারের সাথে বিয়ে হয় গাইঘাটার গুটরি ইংলিশ পাড়ার বাসিন্দা সরস্বতী বিশ্বাসের মেয়ে বীণা বিশ্বাসের। বিয়ের পর থেকে রাজদীপ ও বীণার মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো। বীণার আগে একটি বিয়ে হয়েছিল। সেই নিয়ে রাজদীপ বীণাকে প্রায় কথা শোনাতো, এমনকি গায়েও হাত দিত। পরিবারের অভিযোগ, অশান্তির জেরে বীণাকে গলায় ফাঁস দিয়ে মারারও চেষ্টা করে জামাই রাজদীপ। দিন দুয়েক আগে স্বামীর সাথে চরম অশান্তি হলে মায়ের কাছে চলে আসে বীণা। তারপরেই বৃহস্পতিবার রাতে জামাই রাজদীপ শ্বশুর বাড়িতে আসে। শুরু হয় বাগবিতণ্ডা। অভিযোগ অশান্তি চরমে পৌঁছালে ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে মারতে যায় অভিযুক্ত। শাশুড়ি সরস্বতী বাধা দিলে ছুরি দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে শাশুড়ি সরস্বতী বিশ্বাস। ঠেকাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয় স্ত্রী ও শ্যালক। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসক শাশুড়িকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল থেকে বারাসাতে স্থানান্তর করা হয় স্ত্রী ও শ্যালকে। ঘটনার পর রাতেই থানায় আত্মসমর্পণ করে জামাই। শুক্রবার সকালে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ ।

জালে উঠলো যুবতীর দেহ

প্রতিনিধি ঃ মাছ ধরতে গিয়ে জালে জড়িয়ে উঠলো যুবতীর মৃতদেহ। যুবতীর মৃতদেহ দেখে জাল ফেলে রেখে পালিয়ে গেল জেলেরা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। সাত সকালে অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাগদায়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মনোহরপুর এলাকার ঘটনা। পুলিশ মৃতদেহ বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য। পুলিশ জানিয়েছে, যুবতীর নাম পরিচয় জানা যায়নি। পরনে গেঞ্জি ও গেঞ্জির ফুল প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, এদিন সকালে হেলেঞ্চা দত্তফুলিয়া সড়ক সংলগ্ন মনোহরপুরের বুড়েন বিলে বর্ষার জল জমেছে। সেখানে মাছ ধরতে গিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন মৎস্যজীবীরা। স্থানীয়দের বক্তব্য, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা এটি। মাঝেমধ্যেই চোরা পথে বাংলাদেশীরা ভারতে ঢুকে এই এলাকা দিয়ে যাবার অভিযোগ ওঠে। ফলে রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবতী মৃতদেহ কিভাবে ওখানে এলো তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই যুবতী ভারতীয় না বাংলাদেশি তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

সীমান্ত পেরোল পদ্মার ইলিশ

জয় চক্রবর্তী ঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে সীমান্ত পেরিয়ে পদ্মার ইলিশ ঢুকলো এদেশে। বুধবার দুপুরে ট্রাকভর্তি ইলিশগুলি বেনাপোল বন্দর থেকে পেট্রাপোল বন্দরে এসে পৌঁছায়। দুপুর আড়াইটা নাগাদ দুটি বাংলাদেশি ট্রাক বেনাপোল বন্দর দিয়ে পেট্রাপোলে আসে। বন্দরের ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বাংলাদেশের বাণিজ্য দপ্তর এ বিষয়ে একটি নির্দেশ প্রকাশ করেছে। সেই অনুযায়ী এদিন ৬ থেকে ৭ ট্রাকে মোট ২৫ থেকে ৩০ টন ইলিশ আসবে। বাংলাদেশ সরকারের ভারতে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত পুজোর আগে সুখবর ভোজন রসিক বাঙালীদের জন্য। প্রথম অবস্থায় ৩ হাজার টন রপ্তানির কথা থাকলেও এবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকবে ২৪২০ টন ইলিশ। এর জন্য মোট ৪৯ টি রপ্তানিকারি সংস্থাকে বাংলাদেশ সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছে রপ্তানির বরাত। প্রত্যেকেই ৫০ টন করে রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের তরফে। এদিন রাতের মধ্যেই ইলিশ গুলি পৌঁছে যাবে হাওড়া, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে। ৭০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি ওজনের মাছ রয়েছে। আনুমানিক দাম ২০০০ টাকা হতে পারে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**